প্রথম আলো
ঢাকা বৃহস্পতিবার, ৮ মাঘ ১৪১৬, ২১ জানুয়ারী ২০১০ ইং

শিক্ষক প্রশিক্ষণ সমস্যার সমাধান চাই

ড. এম. আজিজুর রহমান

প্রসঙ্গ-কথা

ব্যক্তি জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। শিক্ষা শব্দটি যদিও বিমূর্ত তবু সেটি একটি ডায়নামিক ধারণা। শিক্ষা নিয়ত পরিবর্তনশীল সমাজে প্রতিনিয়ত বিকাশমান মানুষের চাহিদা মেটাচ্ছে। অর্থাৎ শিক্ষার প্রকৃত অর্থ হল শিশু বা শিক্ষার্থীর মধ্যকার শক্তি বা সম্ভাবনাকে যথাযথভাবে প্রকাশ করা। শিক্ষার মান নির্ভর করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির ছাত্রসংখ্যা, শিক্ষকদের যোগ্যতা, পরীক্ষার ফলাফল, অভিভাবকদের ধারণা এবং সমাজে এর সুনাম ও গ্রহণযোগ্যতার ওপর। শুধু একাডেমিক শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলেই ভাল শিক্ষক হওয়া যায় না। ফলপ্রসূ শিক্ষাদান সম্পর্কে একজন শিক্ষকের ধারণা থাকতে হয়। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহিত করেছিলেন এই কারণে যে, একটি স্কুলের পক্ষে সবাইকে এক সাথে প্রশিক্ষণের জন্যে সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ পাঠানো সম্ভব নয়। যার ফলশ্রুতিতে সরকার বেসরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং প্রয়োজনের ভিত্তিতে এসব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে ওঠেছে। অধিকাংশ বেসরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজেই সান্ধ্যকালীন শিফট চালু আছে। শিক্ষকগণ চাকুরীরত অবস্থায় সহজেই প্রশিক্ষণ নিতে পারতেন। বছরের পর বছর প্রশিক্ষণবিহীন থাকার চেয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ বাঞ্ছনীয়। তাই বলব, নিয়মিত নিবিড় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলোকে উৎসাহিত করে উল্লেখিত পৌনে তিন লাখ প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকদের বিএড প্রশিক্ষণের সুবিধা দেয়া যেতে পারে। দেশ ও দশের শিক্ষাখাতের বৃহৎ স্বার্থে সুশীল সমাজের মতামত নিয়ে বিষয়টি অতি গুরুত্বের সাথে ভেবে দেখতে হবে। শ্রেণীকক্ষে কি পদ্ধতি অবলম্বন করলে ছাত্ররা শ্রেণীকক্ষে অনুশীল সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করতে পারবে, শিক্ষকদের শারীরিক ভাষা ও মানসিক ভাষা, শিক্ষা উপকরণের যথাযথ ব্যবহার ইত্যাদি বিভিন্ন প্রযুক্তির ফলপ্রসূ প্রয়োগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ যা সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও প্রদর্শন প্রযুক্তি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্জন করা যায়। দেশের শিক্ষা ও শিক্ষাখাতের সার্বিক উন্নয়নে শিক্ষক প্রশিক্ষণ সুবিধার ভূমিকা অনস্বীকার্য।

এক লাখ সাতচল্লিশ হাজার বর্গ কিলোমিটার ভৌগলিক আয়তনের বাংলাদেশে ১৪ কোটি ৪০ লাখ জনপদের আবাসন। বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতি এই দারিদ্র্যপীড়িত দেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৯৫০ জন লোক বাস করে। এতো বড় বিশ্বে রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন এরূপ ১৯৪টি দেশ রয়েছে। এর ভেতরে সবচেয়ে দারিদ্র্যপীড়িত ১০টি দেশকে চিহ্নিত করা হয়েছে যার মধ্যে দুর্ভাগ্যজনক হলেও অপ্রিয় সত্য বাংলাদেশ একটি। দারিদ্র্যপীড়িত দেশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ উন্মুক্ত বাজার, উন্মুক্ত অর্থনীতি ও ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক দর্শনে বিশ্বাসী। এখানে সামাজিক, রাজনৈতিক, জাতীয়ভাবে সরকারি উদ্দেশ্য হল, ডাল-ভাত, মাছ-ভাতসহ জনসাধারণের মৌলিক চাহিদা পূরণ করা। তার ভেতর যদি কেউ পোলাও-কোরমা খাবার সুযোগ পায় তাতে অন্য কারোর কোন আপত্তি নেই। একইভাবে বাংলাদেশে শিক্ষার অবস্থা নিম্নমানের। বিগত ১০০ বছরের ইতিহাসে বাংলাদেশ বা এর কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক মানের সনদ লাভ করতে পারেনি। সংক্ষেপে প্রথম শ্রেণীর মানসম্পন্ন শিক্ষার মান আমরা ঐতিহাসিকভাবেই অর্জন করতে পারিনি। এসব স্বীকার করেই বাংলাদেশে আর্থসামাজিক বাস্তবতার প্রেক্ষিতে শিক্ষাসহ সর্বকিছুরই মান আমরা যেভাবে গ্রহণ করে থাকি তা হল কোনমতে জীবন চলার মত খেয়ে-পরে বেঁচে থাকা। জনসংখ্যার দিক থেকে বিশ্বের নবম বৃহত্তম দেশ বাংলাদেশে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ সংশ্লিষ্ট সেবা খাতের দায়দায়িত্ব সরকারের একার পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়। সরকারি আহবানে শিক্ষাসহ সেবাখাতে এখন বেশিরভাগটাই পরিচালিত হচ্ছে বেসরকারিখাত ও উদ্যোক্তাদের হাতে। এরূপ একটি জলন্ত বাস্তবতাকে অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যান করার বিন্দুমাত্র কোন সুযোগ নেই। মনে রাখতে হবে জনগণের মৌলিক চাহিদা যেমন অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ইত্যাদি পূরণ করতে সরকারি দায়-দায়িত্বের তাৎপর্যপূর্ণ অংশীদার হল বেসরকারিখাত। এ চরম সত্যটি মনে রেখে বেসরকারিখাত এবং বেসরকারি শিক্ষা ও সেবাখাতের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ ইত্যাদির মাধ্যমে আর কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি নয়। সহযোগী মনোভাব নিয়ে বিএড ডিগ্রী প্রদানকারী বেসরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানোন্নয়নে সব রকমের সক্রিয় অংশগ্রহণ করাই হবে সরকারের সামাজিক দায়-দায়িত্ব পালন। একটি সমাজ ও জাতি এবং সমাজের দেশও দশের সার্বিক সমস্যাবলি বিশেষ করে শিক্ষা সমস্যার সমাধান ও এরূপ মৌলিক চাহিদা পূরণের গুরু দায়িত্ব পালন সরকারের ওপর ন্যস্ত থাকে। যেমন বিভিন্ন ধরনের সরকারি-বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালগুলোতে এখনো পৌনে তিন লাখ শিক্ষক প্রশিক্ষণবিহীন আছেন। এতবড় একটি জাতীয় সমস্যার সমাধানের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সরকারকে অবশ্যই ভাবতে হবে।

বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে একটি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে জানানো হয়, স্বীকৃতিপ্রাপ্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকগণ প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্যে সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজে ভর্তি হবেন এবং সেখান থেকে বিএড ডিগ্রী অর্জন করবেন। অত্র প্রজ্ঞাপনের করুণ ফলশ্রুতি হিসেবে পঁচাশিটি সরকারি অনুমোদিত বেসরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছাত্র ভর্তি সক্রিয়ভাবে বন্ধ এবং প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস প্রায়। প্রজ্ঞাপনটির মাধ্যমে একটি বিশ্বাসযোগ্য নতুন সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়েছে বেসরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ/কেন্দ্র থেকে বিএড ডিগ্রী অর্জন করলে কোন লাভ হবে না। যা হবে শুধু সময় ও অর্থের অপচয়। বাংলাদেশে মাধ্যমিক স্কুল, স্কুল ও কলেজ উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ, দাখিল ও আলিম মাদরাসা এবং ক্যাডেট কলেজসহ বিভিন্ন মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২৮ হাজার ৩২৫। এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা প্রায় ৩ লাখ ৯৭ হাজার ৬৩৫ জন যার মধ্যে মাত্র ১ লাখ ২২ হাজার ৪৩ জন শিক্ষক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং ২ লাখ ৭৫ হাজার ৫৯২ জন প্রশিক্ষণবিহীন আছেন। এ হিসাবের মধ্যে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ, মাদরাসা ও ক্যাডেট কলেজসহ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এ স্তরে ২ লাখ ৩৮ হাজার ১৫৮ জন শিক্ষক নিয়োগপ্রাপ্ত। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মাধ্যমিক পর্যায়ে ১ লাখ ২২ হাজার ৪৩ জন শিক্ষক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। তাই মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে আলাদাভাবে ধরা হলেও এ স্তরে ১ লাখ ১৬ হাজার ১১৫ জন শিক্ষক প্রশিক্ষণবিহীন, যাদের অনতিবিলম্বে বিএড ডিগ্রী তথা প্রশিক্ষণ অর্জন করতে হবে। প্রশিক্ষণবিহীন উপযুক্তসংখ্যক শিক্ষকদের সাথে বিএড ডিগ্রী গ্রহণে আগ্রহী প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। দেশে সংকটাপন্ন নিয়োগ সুবিধা ও বাস্তবতার প্রেক্ষিতে এসব প্রতিষ্ঠানে বিএড ডিগ্রীধারী প্রার্থীরাই শিক্ষকতার চাকুরী পাচ্ছে। আবারো উল্লেখ্য, প্রায় ২ লাখ ৭৫ হাজার ৫৯২ জন শিক্ষক প্রশিক্ষণবিহীন। শুধু ১৪টি সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিএড প্রশিক্ষণ দিয়ে শত বছরেও এ বিপুল চাহিদা মিটিয়ে সরকারি দায়-দায়িত্ব সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। দেশের শিক্ষাখাত, শিক্ষক প্রশিক্ষণের সুযোগ-সুবিধা, মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণে মাধ্যমিক শিক্ষা সমস্যার জটিলতা ইত্যাদি বিভিন্ন তাৎপর্যপূর্ণ কারণবসত উপরিউক্ত অবাস্তব প্রজ্ঞাপনটিকে জরুরিভিত্তিতে তুলে নেয়া উচিত।

অতিসম্প্রতি একটি দৈনিক পত্রিকার মতে, বেসরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণে কেন্দ্রের অবস্থা নাজুক, ল্যাব, লাইব্রেরিসহ বিভিন্ন ধরনের ভৌত সুবিধাদির অপ্রতুলতা ইত্যাদি সমস্যা। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ২০০৮ সালে মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে এ প্রজ্ঞাপনটি জারি হবার পর থেকে বেসরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ অর্জনে আগ্রহী প্রার্থীরা বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। অথচ প্রতিষ্ঠানগুলো ন্যূনতম শর্ত পূরণ করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিদর্শন রিপোর্টের ভিত্তিতেই অনুমোদন পায়। ধনাত্মক বিষয়গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, এ জনবহুল দেশে বেসরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে শিক্ষাদানের জন্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক রয়েছে। বেসরকারি উদ্যোক্তা আছেন যারা পর্যায়ক্রমে সাশ্রয়ী খরচে ল্যাব, লাইব্রেরি ও প্রতিষ্ঠানের জন্যে স্থায়ী জমিসহ অনেক সুবিধা দিয়ে যাচ্ছেন, দিয়ে যাবেন ও আরও দিতে পারবেন। এই দেশে আমরা আধাপেট খেয়ে প্রথম শ্রেণীর মানসম্পন্ন শিক্ষাসহ কোন কিছু আশা করতে না পারলেও বাস্তবতার প্রেক্ষিতে গাড়ির চাকা না থামিয়ে তুলনামূলকভাবে উন্নত মানের শিক্ষাদানের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব এ আমাদের লক্ষ বা উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। মাত্র গুটি কয়েক এসব বেসরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সরকার অতি অল্প বাজেট দিয়ে সাশ্রয়ী খরচে ল্যাব, লাইব্রেরি সাজিয়ে দিয়ে দেশের শিক্ষাখাতের বৃহত্তর স্বার্থ পূরণে সহায়তা করতে পারেন। পৌনে তিন লাখ প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের চাহিদা মিটিয়ে জাতীয় দায়-দায়িত্ব পালনের প্রেক্ষিতে আমাদের সরকার একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে এক দৈনিক পত্রিকা মতে, সরকারি অনুমোদন পেয়ে বেসরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান/কেন্দ্রগুলো প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলোতে ছাত্রসংখ্যা কমতে শুরু করে এবং এতে সরকার বিব্রত বোধ করে। পরক্ষণেই কথিত প্রজ্ঞাপনটি জারি হয়। 'একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে মোরা যুদ্ধ করি' কিন্তু সেই ফুলটি কোন ফুল, সেই ফুলটি সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, না দেশ ও দশের বৃহত্তর স্বার্থে সামগ্রিক শিক্ষাখাত এবং সরকারি বেসরকারি সমন্বয়ে সকল শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। সেগুলোকে সামান্য অনুদানের মাধ্যমে বাঁচিয়ে রাখতে পারলে উল্লেখিত পৌনে তিন লাখ প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষককে বিএড প্রশিক্ষণের সুবিধা দেয়া যাবে। তাদের শিক্ষকতার মান উন্নয়ন হবে। অতি সতর্কতার সাথে সরকার তা দেখবে। দেশ ও দশের শিক্ষাখাতের বৃহৎ স্বার্থে দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর সুশীল সমাজের মতামত নিয়ে তা অবশ্যই ভেবে দেখতে হবে।

❑ লেখক : ভাইস চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি